সমকাল

তারিখ 10 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

কাগজ নেই, পাঠ্যবই ছাপা যাচ্ছে না

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাষ্ট্রায়ত্ত কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিদামাফিক কাগজ সরবরাহ করতে না পারায় আটকে গেছে ৬ কোটির বেশি বই ছাপার কাজ। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সাড়ে চার কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে আর ২২ দিনের মধ্যে ৩৫ কোটি পাঠ্যবই তুলে দিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। গত ৩০ নভেম্বর পাঠ্যবই ছাপার সর্বশেষ সময় (ডেডলাইন) পার হয়ে গেছে। অথচ গতকাল বুধবার পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ৫ কোটি ৮০ লাখ কপি বই ছাপার কাজ বাকি রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরেও ২৮ লাখ কপি পাঠ্যবই ছাপা হয়নি। এ হিসাব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি)। প্রতিবছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বই ছাপা শেষ করে ডিসেম্বর মাসজুড়ে উপজেলা পর্যায়ে তা পৌঁছানোর কাজ করা হয়। এ বছর তা বিঘ্নিত হলো।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল সমকালকে বলেন, কাগজ পেতে কেপিএম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা দফায় ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

কাগজ নেই, পাঠ্যবই ছাপা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

দফায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সর্বশেষ কাগজ পেতে তাদের ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এনসিটিবির অর্থ উইং থেকে জানা গেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার জন্য ৩ হাজার টন কাগজ কিনতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কেপিএম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করে এনসিটিবি। চুক্তির শর্ত অনুসারে, ৩০ জুনের মধ্যে সম্পূর্ণ কাগজ সরবরাহ করার কথা। অথচ নির্ধারিত সময়ের ৫ মাস ৮ দিন পার হয়ে গেলেও এখনও ৫০০ টন কাগজ সরবরাহ করতে পারেনি কেপিএম কর্তৃপক্ষ। আর এতেই থমকে গেছে পাঠ্যবই ছাপার কাজ। কেপিএম থেকে কাগজ না পাওয়ায় বই ছাপার কাজ পাওয়া প্রেস মালিকদের তা সরবরাহ করতে পারছে না এনসিটিবি। কেপিএম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনুষ্ঠিত কয়েক দফা বৈঠকে এনসিটিবিকে জানানো হয়েছে, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার চাপ রয়েছে কেপিএমের ওপর।' আসন্ন পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ব্যালট পেপার ছাপতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পর্যাপ্ত কাগজ চাইছে। এর বাইরে এসএসসি পরীক্ষার খাতা ও প্রশ্নপত্র সরবরাহের জন্য ঢাকা শিক্ষাবোর্ড, বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশের গেজেট ছাপতে বিজি প্রেস কর্তৃপক্ষ কাগজের অগ্রিম অর্ডার দিয়ে রেখেছে। কেপিএম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের মেশিনগুলো অনেক পুরনো এবং উৎপাদন সক্ষমতা কম।

এনসিটিবির শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা বলেন, '৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ১০ কোটি ৮৭ লাখ বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়েছে ৫ কোটি ৮ লাখ। এ স্তরের এখনও প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ বই ছাপানো বাকি। মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় ১৫৩ টন কাগজ সরবরাহ করতে পারেনি কেপিএম। এ জন্য ২৮ লাখ বই ছাপার কাজ আটকে আছে। কেপিএম থেকে কাগজ না এলে বাধ্য হয়েই অন্য উপায় খুঁজতে হবে। কারণ ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবে সবার হাতে বই তুলে দিতে না পারলে সরকারের এ অর্জন সমালোচিত হবে।' এই কর্মকর্তা জানান, প্রতিদিন মাত্র এক ট্রাক কাগজ আসছে। কোনো কোনো দিন তাও আসে না। ফলে বই ছাপার ক্ষেত্রে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক বই ছাপা বাকি থাকায় সময়মতো বই পৌঁছানো সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থায় ডিসেম্বরেও বই ছাপানোর কাজ শেষ হবে কি-না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এনসিটিবির ওই কর্মকর্তা বলেন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাগজ নিয়ে চুক্তি হওয়ার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা ছিল। এ ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ৩০ হাজার টাকা বেশি দামে কেপিএমের সঙ্গে তারা চুক্তি করা হয়েছে। তবে সেভাবে সেবা মিলছে না। তারা কেপিএমকে বিভিন্নভাবে বলেছেন, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে তারা গা করছে না।'

এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (রতন সিদ্দিকী) জানান, কেপিএমের কারণে কাগজের সংকট দেখা দিয়েছে। এতে বই ছাপা বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা সংকট উত্তরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এবার ৩৫ কোটি পাঠ্যবই ছাপছে সরকার। এসব বই পাবে দেশের ৪ কোটি ৪৯ লাখ ৭২ হাজার ৪৮৫ ছাত্রছাত্রী। বই ছাপতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় এক হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

মুদ্রণ-সংশ্লিষ্টরা জানান, এ বছর বিশ্বব্যাংকের নতুন কিছু শর্ত থাকায় সৃষ্ট জটিলতা কাটিয়ে ছাপার প্রক্রিয়া শুরু করতে দেরি হয়েছে। এ কারণে প্রাথমিকের পাঠ্যবই এখনও উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এনসিটিবির কর্মকর্তারা সমকালকে বলেন, বছরের এ সময়টাতে নোট-গাইড বই ছাপানোর হিড়িক পড়ে যাওয়ায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সব বই যথাসময়ে পৌঁছানো নিয়ে কিছুটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে। প্রাথমিকের পাঠ্যবই মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ব্রাইট প্রিন্টার্সের মালিক এসএম মোহসীন বলেন, এবার অনেক দেরিতে প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। এখন কাগজ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে আরও সমস্যা হবে। এনসিটিবি উদ্যোগ নিয়ে কেপিএম থেকে কাগজ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করতে পারলে তারা যথাসময়ে পাঠ্যবই দিতে পারবেন।

২০১০ সাল থেকে সরকার বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করে আসছে। এর আগে ছাত্রছাত্রীরা বছরের প্রথম দিনে একসঙ্গে সব বই হাতে পেত না।